Barcelona, Spain
2025

BENGALI CULTURAL ASSOCIATION

Issue 3

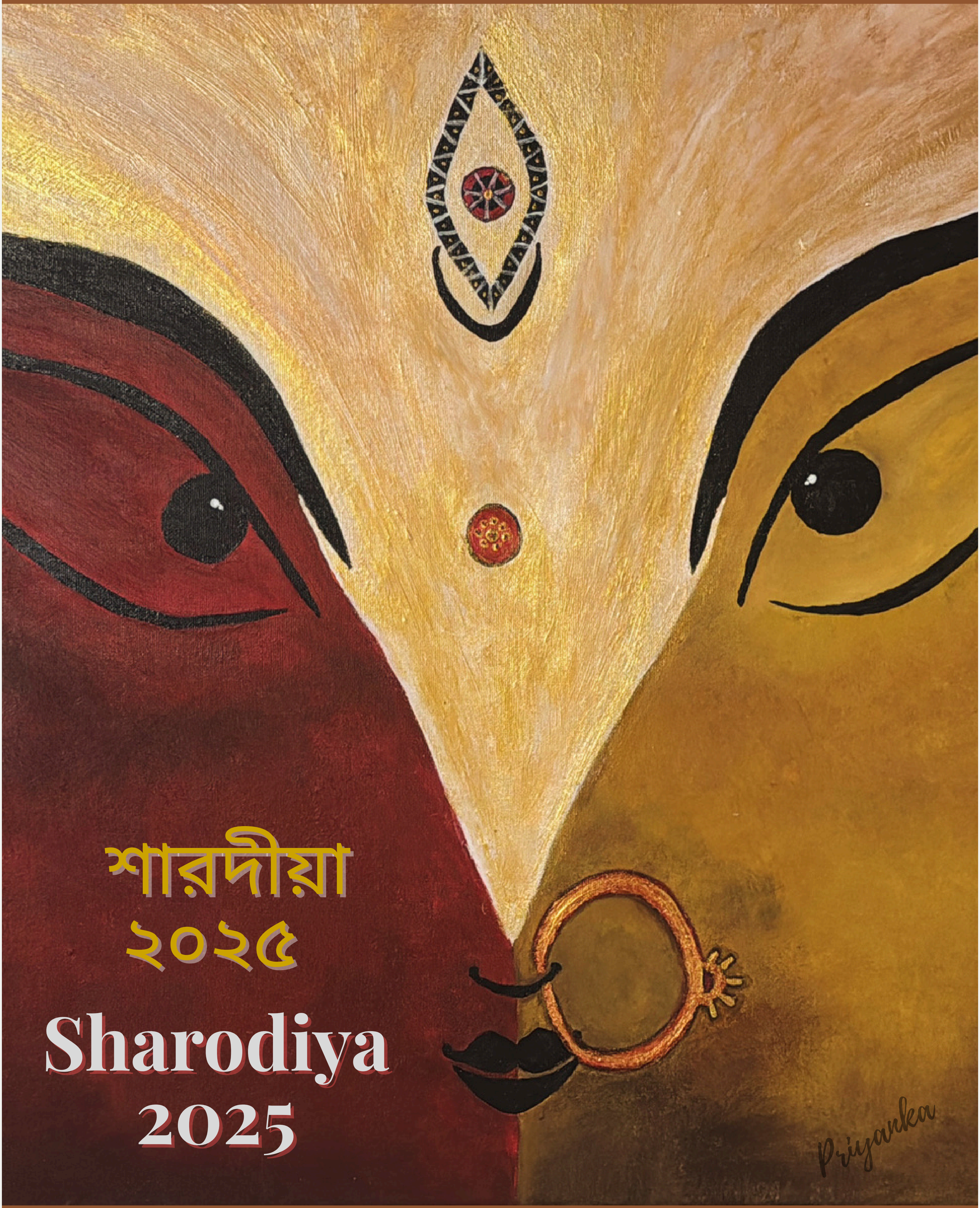

শারদীয়া ২০২৫

Sharodiya 2025

www.bcaspain.org

BENGALI CULTURAL ASSOCIATION OF INDIA

Executive Sponsors

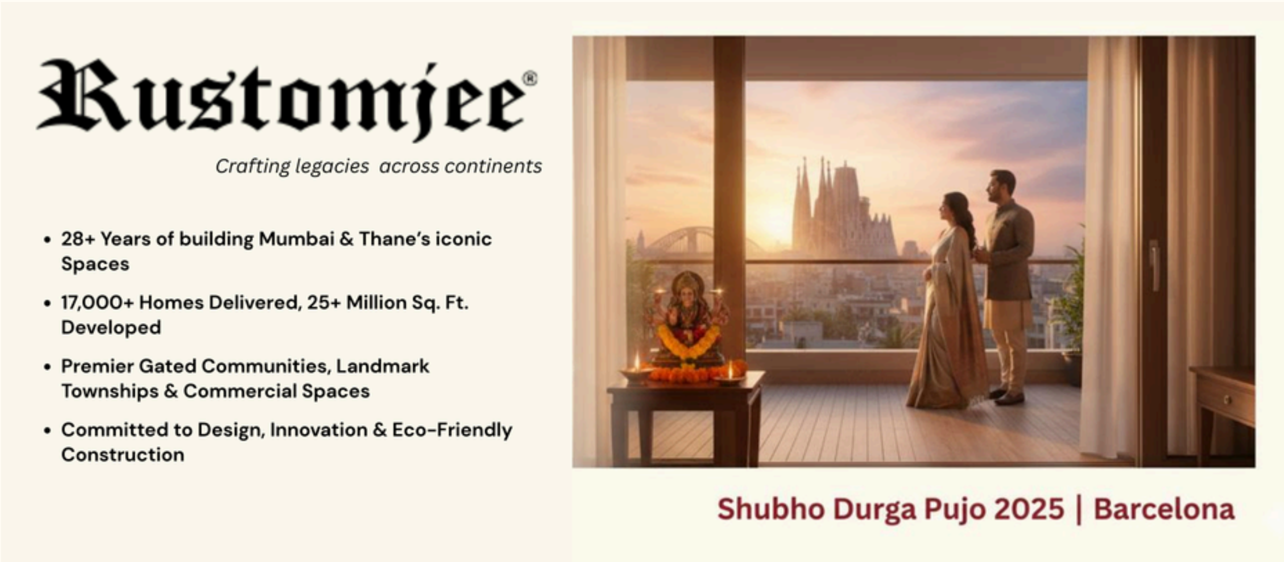

Editorial

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত
গগনে ॥

As the Tagore song aptly resonates the eternal, unending stream of happiness, the joy flowing across the universe, and the ignited souls to rise, find courage & strength, we, the Bengali Cultural Association (BCA) of Barcelona embark into our fourth year of ‘Sharodiyo Durgotsav’. Ushering with bigger hope and immense effort, Sharodiyo Durgotsav 2025 aims to unleash new dimensions.

The celebration fosters an entire community, or rather society in general, with vibrancy and dynamism. The devotion and energy, the meticulous effort, the spiritual execution of all the rituals, not only represents the true essence of the collective soul but also the unite in reverence for the Adi Shakti, Divine Mother, our ‘Maa Durga’.

We, the devotees, find absolute peace, solace and consolation under Maa’s protective embracement, unconditional love and fierce compassion. When Devi gracefully appears from her celestial abode, we unite: with a purpose, breaking all boundaries.

Despite being away from home, celebrating Durga Puja abroad evokes profound nostalgia while nurturing deep community connections. In a way it feels like closer to heart, even being away from home as it strengthens the cultural identity and forging lasting bonds among expatriate communities. In the last one year, the family called BCA, grew in terms of family members, resulting into building stronger bond in its nexus. As we embark in our fourth year of celebration, a spacious location was required to cater to the need of this growing family. To feel the authentic festive experience, provide adequate arrangements, and ensure comfortable celebration for all community members, this was inevitable.

Today’s Woman
by Piyali Roy

This year Pujo will be celebrated with greater splendor, in divine sacred environment with fascinating community events, delicious foods. The signature BCA spirit will create an even more auspicious and memorable festivity.

In coming days ahead there are plans underway to celebrate more community events like Winter Picnics, Kali Pujo, Summer Events etc.

So together as family, let us unite enthusiastically to make this Durga Puja a memorable and resounding celebration.

Maa

Swarup Roy

Shanaya

Dhak er dhwani, phool er gondho,
Shakha-pola, shidur, shaari pore dware anondo ||

Mone anondo, mukhe mishti,
Khushite bhore gechhe ghor-duar shrishti.

Puro bochor dariye, kobita ami likhi,
Moner majhe baje dhak, Ma'r roop dekhi.

Eshechhe Ganesh, eshechhe Kartik,
Eshechhe Saraswati, eshechhe Lokhi,
Ma'r songe eshechhe, puro shonshar er shukh-shompotti.

Ma'r roop dekhe hoyechhi ami montromughdho,
Koto shundor tumi Ma, tumi ekmatro.

Shob srishti dekhi ami tomar chokhe,
Ar kono ichchhe nei amar hridoye.

Bolo Durga Mai ki Joy!

Ria Roy

Vivaan Roy

জলছবি JolChobi

Deyasini Sarkar (Beas)

Seema Nandi

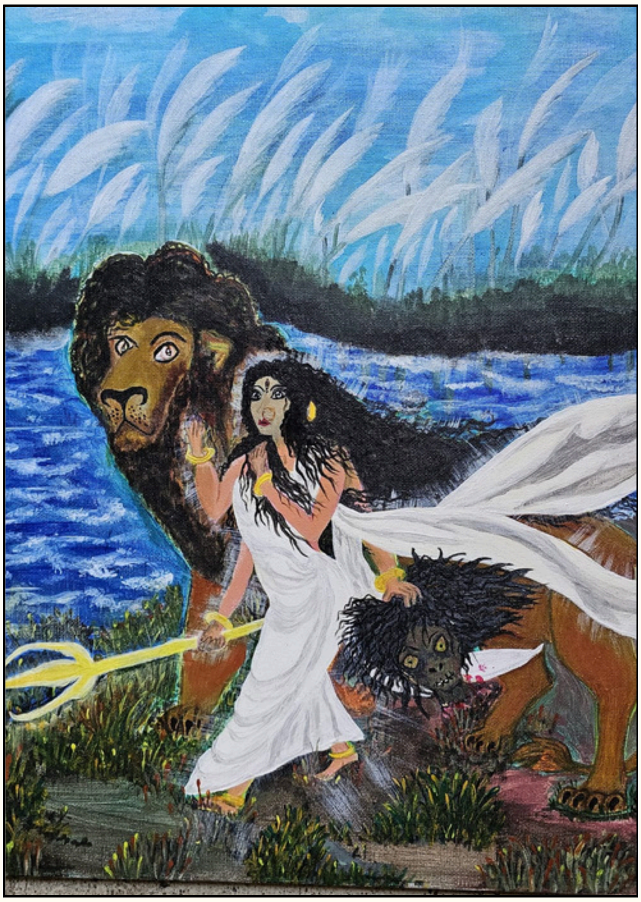

Vijendra

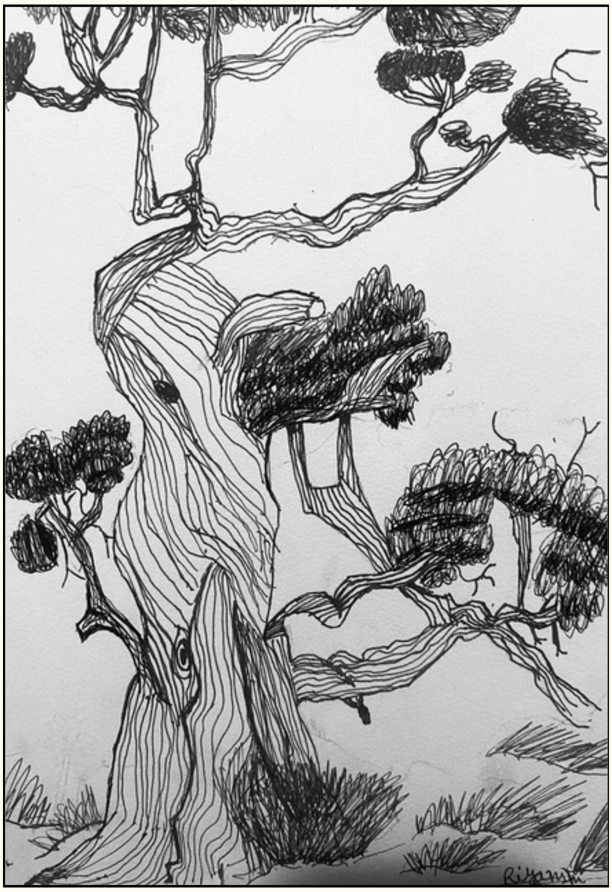

Riyanshi Chakraborty

অভিশপ্ত পম্পেই

ARNAB SARKAR

লাল মোজাইক এর সামনে

হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা মানুষ

ভাবুন, একটা গোটা শহর, রাতে সবাই ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ একটা অগ্নুৎপাত হলো, পুরো শহর শেষ হয়ে গেলো, ২০০০০ মানুষ যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মারা গেলো!! হ্যাঁ, সেটাই হয়েছিল এই অভিশপ্ত পম্পেই এ। পম্পেই দক্ষিণ ইতালির ক্যাম্পানিয়া অঞ্চলের একটি শহর যার কাছে রয়েছে ভিসুভিয়াসের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি । প্রাচীন শহর পম্পেই মানুষের কাছে যে জন্য পরিচিত তা হলো এই শহর ৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভিসুভিয়াস পর্বতের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমাহিত হয়েছিল। এখানকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে ফ্রেস্কোড ভিলা অফ দ্য মিস্ট্রিজ এবং শহরের অ্যাম্ফিথিয়েটার। ম্যাডোনা অফ দ্য রোজারির অভয়ারণ্যের ক্যাথলিক তীর্থস্থানে মোজাইক এবং একটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে।

মেয়ের ইতিহাস বইয়ে ছবি দেখে হঠাৎ করে মনে হলো পম্পেই দেখতে হবে। সেখান থেকে ইতালির বিখ্যাত আমালফি কোস্ট ও ঘুরে আসা যাবে। উঠলো বাই তো কটক যায়, ব্যাস টিকিট কাটা, ব্যাগ প্যাক করা হয়ে গেলো। বার্সেলোনা থেকে আকাশপথে ২ ঘণ্টায় নেপলস পৌঁছালাম। এয়ারপোর্টে নেমেই মনে পড়ল ফুটবল রাজপুত্র মারাদোনা ও তার ক্লাব নাপোলির কথা। কত ইতিহাস এখানে। কিন্তু আমাদের গন্তব্য তো পম্পেই, তাই এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে গেলাম গারিবোল্ডি স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন চলে একেবারে সোরেন্ত পর্যন্ত (যেটা আমাদের পরের গন্তব্য)। ৩ টে টিকিট কেটে উঠে পড়লাম ট্রেনে। ৩ টি স্টেশন, ৩০ মিনিট পরেই পম্পেই। আমাদের দেশের লোকাল ট্রেনের মতোই একটা সাধারণ ট্রেন, অনেকেই যাচ্ছে পম্পেই দেখতে। পথে দেখা মিলল ভিসুভিয়াসের। এই সেই দানব যে পম্পেই কি গিলে খেয়েছিল! চারদিকে সবুজ গাছপালা দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম পম্পেই। স্টেশনে নেমে লাগেজ রেখে একটা গাইড করে নিলাম। ইংলিশ বলা গাইডের কাছে ইতিহাস টা ভালো ভাবে না শুনলে, কয়েকটা ভাঙ্গা বাড়ি দেখে কি কিছু আনন্দ পাওয়া যায়! লাল ছাতা নিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে আমাদের গাইড বলতে লাগলো পম্পেই এর মানুষের কথা। দেখলাম গরিবদের ছোট ছোট বাড়ি ও দোকান, বড়লোক দের বড় বড় বাড়ি ও কয়েকটি টিকে থাকা প্রাসাদ। অবশেষে দেখলাম সেই অভিশপ্ত মানুষদের যারা বসে বা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মারা গেছিল। ভিসুভিয়াসের লাভা কিন্তু পম্পেই পর্যন্ত আসেনি, এসেছিল ছাই, ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ছাই। সেই ছাই এত গরম ছিল যে ২০০০০ মানুষকে বেক করে ফেলেছিল। হ্যাঁ যেমন করে আমরা ওভেনে চিকেন বেক করি। ১৮০০ সালের শেষ দিকে যখন পম্পেই কে আবিষ্কার করা হয় তখন দেখা যায় মাংস গলে গেলেও হাড়গোড় সেইরকম ভাবেই রয়েছে। সিমেন্ট ঢেলে সেই হাড়গোড়ের উপর মানুষের আকার দেওয়া হয় আবার। পম্পেই গেলে দেখতে পাবেন সেই মানুষ, একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে সত্যি করে শুয়ে বা হাঁটু মুড়ে বসে আছে। একজনের হাত গুলো হাঁটু কে চেপে ধরে রাখা। হয়তো ভয়ে, মারা যাবার আগে,শেষ মুহূর্তে ইস্টনাম জপ করছিল। পম্পেই নগরীর রাস্তা ছিল পাথরের। নগরের মাঝখান দিয়ে চলেছে লম্বা রাস্তা আর দুই পাশে হাঁটার জন্য ফুটপাথ। এই রাস্তা দিয়েই বৃষ্টির জল ও বর্জ্য বয়ে যেতো। তাই রাস্তা পারাপারের জন্য মাঝে মাঝে উচু পাথর দেওয়া। গাইডের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করে বৃষ্টি নামলো। আমরা পম্পেই এর জল নিকাশি ব্যবস্থার লাইভ ডেমো দেখে নিলাম। পম্পেই এর প্যালেস গুলোতে এখনো অবশিষ্ট রয়েছে সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা। ওখানকার লাল মোজাইক সে সময় খুব বিখ্যাত ছিল। সেই লাল মোসাইকের ঔজ্জ্বল্য আজ ২০০০ বছর পরের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। সেই লাল মোজাইক আর তার উপর চিত্রকলা আজও গৌরবময় অতীতের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ২ ঘণ্টা ধরে ইতিহাসের পথে হাঁটিয়ে গাইড আমাদের থেকে বিদায় নিল। ওখানে ছোট মিউজিয়াম ও বইয়ের দোকানে কিছুক্ষণ ঘুরে দেখলাম। অভিশপ্ত পম্পেই আর তার হতভাগ্য লোকেদের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা স্টেশনের দিকে এগোলাম। ট্রেন ধরে যাবো আমাদের পরের গন্তব্য যেখানে আমলফি কোস্ট এর সুগভীর নীল জল আর মনোরম সব সমুদ্র সৈকত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। থাক, সে গল্পো না হয় আরেকদিন বলব।

Notun Generation aar Durga Pujo

DEBMALYA ROY

Lekhar shurutei aami eta clear kore dite chai, ki aami lekha ta…BENGLISH e likhchi (English Script Bengali with a mix of English). Amaader New Generation especially Probashi jaara Bangla sune sune sikhche…tader jonne ei article ta targeted.

Kolkata, West Bengal…haa aamar jonmo okhanei. Kintu Maa o Baba ar, chakrir jonne Desh o Bidesh e ghorar jonno, aamader khub ekta Kolkata te thaka hoyeni. Chotobela theke aamra Probashi Durga Pujoi dekhechi. Joto dur mone pore, shudhu ek baar, aamra Kolkate te chilaam Pujor somay… that's it!

Kintu ei bole je …probashi hoye, aamra Pujo ta bhalo bhabe anondo kortaam na…ta na. Pujo manei chilo….2 maash aage theke preparation…Natok, Gan bajna, Club er meetings, Thakur Decorations etc etc. And the peak used to be during those 5-6 days of actual festivities. Adda, Kichuri khowa, performance, competitions etc etc.

Bengali culture er mul e Durga Pujo celebrations. Desh er baire…"Aamra Bengali" eta bojhabaar, Durga pujo theke better somay hote pare naa. Especially eta aamader next projonmo/ generation ke bojhabaar bishon dorkaar jaara desher baire thake.

Ki bhabe eta kora jaye tahole? How to generate interest amongst the Kids and next generation? Basic and the easiest way is participation…and it begins at home with a simple countdown to pujo…with increasing anticipation generated by talking about Pujo and the festivities.

Jaara Cultural e ache, preparing Songs or Skits either at home or rehearsing in Community halls involving the new generation. You may write the Bengali Songs / Poems in BENGLISH, just like what you are reading now…aro interest jagabaar jonne. Jaara Drawing bah painting e bhalo, give the kids a theme around Maa Durga and stories around it. Onek example ache Google e search korle paben.

Going for shopping for Durga Pujo….Ei jinish ta kintu important…aar aamra ek songe berotaam, Jaama Kapoor kenaar jonne. Eating out while shopping was also fun and full of memories. These are great to get the next generation into the mood.

Finally, Pujor din gulo te…Pujo attend kora… Onjonli deya along with full family and finally Bhog prosaad paowa …significance of all these should be enjoyed and explained well to the new generation. I hope, the above article might be helpful to young parents and next generation who are responsible for keeping the Bengali Culture and Legacy preserved around Durga Pujo for years ahead.

Durga Puja 2024

Community Gallery

All participants, Bengali Cultural Program 2024

Calçotada Celebration 2025

Bengali New year Celebration 2025

BCA Cricket Team

BCA Football Team. Sob khelar sera Bangalir tumi Football

Community meeting in Ciutadella Park before the Durga Puja 2025

Community Outreach & Media

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পেনে পুজো-উৎসবে মেতে উঠবেন প্রবাসী বাঙালিরা

অর্ণব সরকার, বার্সিলোনা

বার্সিলোনা স্পেনের অন্যতম প্রধান শহর হলেও ভারতীয় বাঙালির সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। তাই দুর্গাপুজো করার মতো লোকবলও ছিল না। ২০২২ সালের এক সন্ধেয় ৪ জন বাঙালি মিলে হঠাৎই ঠিক করলেন অনেক বছর হল, দুর্গাপুজো এবার করতেই হবে। পুজোর তখন বাকি মাত্র ১১ দিন। একবার ঠিক করা হয়েছে যখন, তখন তো আর পিছিয়ে আসা যায় না। 'মা নিজের পুজো নিজেই করিয়ে নেবেন' এই কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে শুরু হল বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজোর পথ চলা। দেখতে দেখতে চার বছরে পা দিল আমাদের পুজো। চারজন মিলে শুরু করে আজকে প্রায় ২০০ জন বাঙালি এই উৎসবে শামিল হন। গত বছর কুমোরটুলি থেকে ফাইবার গ্লাসের প্রতিমা আসায় মানুষের মনে উদ্দীপনা বেড়ে গেছে। শিল্পী মিন্টু পালের তৈরি এই ১০ ফুটের প্রতিমা ইওরোপের মধ্যে সব থেকে বড় প্রতিমা। সঙ্গে ঢাকের বাজনা দুর্গাপুজোর মাধুর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এই বছরের পুজোর জন্য একটি বড় হল ভাড়া করা হয়েছে, যাতে ২০০ জন মিলে একসঙ্গে পুজোর উৎসবে মেতে ওঠা যায়। ২৮ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠীর দিন হবে দেবীর বোধন। আগমনি গানে মাতিয়ে তুলবেন বাঙালি বধূরা। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত পুজো হবে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে। সন্ধিপুজো ও কুমারীপুজো হবে সময় ধরে। প্রতিদিন দুপুরে থাকছে ভোগ খাবার ব্যবস্থা। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধেয় থাকছে খাবার স্টল। সেখানে বিভিন্ন স্বাদের খাবার পাওয়া যাবে, সৌজন্যে বার্সিলোনার বাঙালি ও ভারতীয় রন্ধন পটীয়সী মহিলারা। অবশ্য পুরুষরাও থাকবেন সাহায্য করার জন্য। এছাড়াও প্রতিদিন অনুষ্ঠান। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। আছে গান, আছে নাচ, আছে নাটক। হ্যাঁ, প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'হোক নাটক' নাট্যগ্রুপ মঞ্চস্থ করবে একটি হাসির নাটক। একক গানের পাশাপাশি আছে ব্যান্ড 'বেঙ্গল বিটস'-এর গান ও আরও অন্য ব্যান্ডের গান। আছে

প্রতিদিন সন্ধেবেলা থাকবে রকমারি অনুষ্ঠান, যেমন ঢাক বাজানো ও শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতা, ক্যারম প্রতিযোগিতা, গানের আসর, ফ্যাশন-শো

সন্ধেবেলা থাকবে রকমারি অনুষ্ঠান, যেমন ঢাক বাজানো ও শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতা, ক্যারম প্রতিযোগিতা, গানের আসর, ফ্যাশন- শো ইত্যাদি। আর সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হবে ৩ অক্টোবর। সেদিন একটি থিয়েটার হলে হবে বিরাট সাংস্কৃতিক যুগলনৃত্য ও ডান্স ড্রামা।

আর হ্যাঁ রয়েছে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, জলছবি দিয়ে সাজানো শারদীয় পত্রিকা। বাংলার পুজোর কোনও আনন্দ বাদ দেওয়া যাবে না। ঢাকের তালে পড়বে কাঠি। পুজো হবে জমজমাটি। এই আশায় বসে আছি।

বার্সিলোনায় ফাইবার গ্লাসের প্রতিমা।

প্রতিদিন.in

দেবীপক্ষ মহানগর রাজ্য দেশ বিদেশ প্রসেনজিৎ

ফার্স্ট পেজ / বিদেশ / probashe durga puja 20

Probashe Durga Puja

ইউরোপের সবচেয়ে বড় একচালা দুর্গা! বার্সেলোনার পুজোয় ঢাকের তালে এক হয় সমগ্র বিশ্ব

● বাকি ১০০ দিন স্পেনের বার্সেলোনায় পাড়ি দিচ্ছেন মা। শিল্পী মিন্টু পালের হাতে চলছে দুর্গার শেষমুহূর্তের সাজ। কলকাতার কুমোরটুলিতে। —কৌশিক দত্ত

...া, বিদেশের বায়না বৃদ্ধিতে খুশি কুমোরটুলি

আর্যভট্ট খান

একটু পরেই বাক্সবন্দি হয়ে যাবে দুর্গা প্রতিমা। তার আগে কুমোরটুলির ট্রামলাইনে দাঁড়িয়ে প্রতিমাকে প্রণাম করলেন আলপনা দাস। এর পরে ভিডিয়ো কল করে ছেলেকে বললেন, "দ্যাখ, এ বার তোদের দুর্গা প্রতিমার মুখ কী সুন্দর হয়েছে!" ফোনের ও পারে, স্পেনের বার্সেলোনা থেকে ছেলে নিবিড় দাস ভিডিয়ো কলে প্রতিমার মুখ দেখে মুগ্ধ। তাঁর মনে হল, পুজো এসে গিয়েছে এখনই। তবে প্রতিমার স্পেনযাত্রা এখন শুরু হলেও জাহাজে করে সে দেশে পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় তিন মাস।

কানাডা, আমেরিকা থেকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন— কুমোরটুলি থেকে বিদেশে ফাইবারের প্রতিমার পাড়ি দেওয়ার সংখ্যা অন্য বারের থেকে এ বার অনেকটাই বেশি জানাচ্ছেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। সেই সঙ্গে বেড়েছে বিদেশগামী প্রতিমার উচ্চতাও।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনের প্রবাসী বাঙালিদের থেকে এ বার প্রতিমা পাঠানোর বরাত পেয়েছেন মৃৎশিল্পী মালা পাল। তিনি বলেন, "হয়তো ওখানে জনজীবন অনেকটা স্বাভাবিক। তাই ফের বরাত পেলাম ইউক্রেন থেকে। আমার প্রতিমা তৈরি, কিছু দিনের মধ্যেই জাহাজে উঠবে।" আর এক মৃৎশিল্পী মিন্টু পাল জানাচ্ছেন, স্পেনের বার্সেলোনাগামী তাঁর প্রতিমার উচ্চতা সাত ফুট। "এত উঁচু প্রতিমা এর আগে পাঠাইনি। এ বার ২২টি প্রতিমা পাঠাচ্ছি। গত বারের চেয়ে বেশি।"— বললেন মিন্টু। তিনি আরও জানান, দুর্গার বরাত পাওয়ার তালিকায় এ বছর যোগ হয়েছে বেশ কিছু নতুন দেশ। যেমন, এ বার মিন্টুর প্রতিমা পাড়ি দিতে চলেছে খাস দুবাইয়ে।

শুধু বিদেশের বাঙালিদের জন্যই প্রতিমা বানিয়ে থাকেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী কৌশিক ঘোষ। এ বছর বিদেশে তাঁর পাঠানো প্রতিমার সংখ্যা ৩৭-৩৮টি। গত বারের তুলনায় সংখ্যাটা বেড়েছে। কৌশিক বলেন, "প্রতিমার চাহিদা যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে প্রতি বছর বাড়ছে ওই সব প্রতিমার উচ্চতাও। এতে আখেরে শিল্পীরাই বেশি লাভের মুখ দেখছেন। এ বার আমেরিকার ডালাসে আমার যে প্রতিমা যাবে, তার উচ্চতা সাড়ে আট-ন'ফুট। রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া থেকেও বায়না পেয়েছি। সব মিলিয়ে এ বার কুমোরটুলি থেকে ৭০-৮০টি প্রতিমা বিদেশযাত্রা করছে। জাহাজ আর বিমান, দু'ভাবেই পাঠানো হয় ওই সব প্রতিমা।"

করোনার সময়ে বিদেশে পাঠানো প্রতিমার সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল। তাই ফের প্রবাসীদের চাহিদা বৃদ্ধিতে খুশির হাওয়া কুমোরপাড়ায়। মাটির প্রতিমার পাশাপাশি, আপাতত বিদেশের জন্য ফাইবারের প্রতিমা বানানোর ব্যস্ততা তুঙ্গে শিল্পী মিন্টু পালের। বললেন, "দিন দশেকের মধ্যে ইটালি যাবে আমার প্রতিমা। নিজের শহর আর বিদেশ, দু'দিকই সামলাতে হচ্ছে।"

■ বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে ভিডিয়ো কলে প্রতিমা দর্শন। বুধবার, কুমোরটুলিতে। ছবি: রণজিৎ নন্দী

Fundraising for "Sonrisas de Mumbai" NGO, 2024

Together with India Consul General Mr. Inbasekar Sundarmurthi, Rabindra Jayanti celebration, 2025

Farewell ceremony of Indian Ambassador in Spain Mr. Dinesh Patnaik, 2025

Celebrating Bimal Roy's cinema legacy and historic screening of restored classic - "Do Bigha Zameen" at 82nd Venice Film Festival
In conversation with Rinki Roy Bhattacharya, SA studio @Nupura, 2025

আমাদের আরাগণ যাত্রা

SUPRIYO GHOSH

আমাদের ভারতে Trekking শব্দের বহুল প্রচলিত আছে, আবার ইউরোপে এলে আপনি Hiking শব্দে অভ্যস্ত হবে যদি আপনি পর্বত নিয়ে একটু জানতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। আমারও তাই,একটু একটু করে জানছি পর্বত সম্পর্কে আর তা জানার কোনো শেষ নেই।

এই লেখাটা লিখতে বসলাম যদি পাঠকের মনেও একটু উদ্দীপনা জাগাতে পারি এই আশায়। এই বছরের জুলাই মাসে মার্ভিনের সাথে প্ল্যান করলাম একটা hike করে আসি স্পেনের উত্তরের পিরেনীজ পর্বতে। শেষে ঠিক হলো স্পেনের আরাগন প্রদেশের Araguells (৩,০৪৯m) শৃঙ্গতে যাবো। আপাতত একটা চ্যালেঞ্জ ২দিনের hike এ প্রথমদিন প্রচন্ড বৃষ্টি হবে। আর, অফিসের ফ্রানসেস্ক বললো এই পাহাড়ের ওঠার সময় একটা খাড়াই অংশে নাকি আলগা পাথর থাকবে।

সকাল সকাল বার্সেলোনা থেকে গাড়ি করে চলে গেলাম কাছের বেসক্যাম্পে। মাঝপথে কিছু পাউরুটি আর টুনা আর নুডলস কিনে নিয়ে এসেছিলাম। এটাই হবে আমাদের আগামী দুদিনের খাবার। আর প্রথম দিনের টার্গেট ৮কিমি হাঁটা সাথে ১৬০০m উঁচুতে ছড়া। টোপোগ্রাফিক ম্যাপ দেখে বুঝলাম শেষ ২কিমি যেতে কিছুই চড়াই নেইকো।

প্রথম ৬কিমি চড়লাম অনেক রেস্ট নিয়ে নিয়ে, মাঝ পথে একটা ঝর্ণার পাড়ে বসে যদিও দুপুরের খাবার সারা হয়ে গেছে। বলতে গেলে আমরা সব চড়াই পার করে নিয়েছি এবার একটা গ্লাসিয়াল হ্রদের ধার ধরে যেতে হবে শুধু। মনে খুব আনন্দ হচ্ছে, এবারের সহজ পথ। স্কুলে ভুগোল এ Morein সম্পর্কে পড়েছি, যেটা হিমবাহের সম্প্রসারণের কারণে সৃষ্টি হয়। সেদিন সেটা চোখের সামনে দেখলাম, বিস্তির্ণ এলাকা বড়ো বড়ো

পাথরে ভর্তি। যতটা সহজ ভেবেছিলাম , ঠিক ততটাই শক্ত এই পথ। এই পথ পেরিয়ে আমাদের রাত্রিবাসের জায়গা পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হলো। তার অন্যতম কারণ মোরেইনের বড়ো বড়ো পাথর। শেষে একটা পাথরের প্রাকৃতিক গুহা গোছের খুঁজে পেলাম, সেখানেই বিছানা পেতে রান্না শুরু করা হলো। যদিও কিছুক্ষনের মধ্যে কিছু রক ক্লাইম্বার এসে পৌঁছলো একই জায়গায়। আমি আর মার্ভিন গরম গরম maagi খেয়ে কিছুক্ষন বাকিদের সাথে হৈ-হুল্লোর করে ঘুমিয়ে পড়লাম। যদিও সেদিন রাতে বৃষ্টি হওয়ার কথা থাকলেও, মেঘ আর বিদ্যুৎ চমকেই কেটে গেল। সকালে আবার কফি আর কিছু খেয়ে রওয়ানা দিলাম Araguels শৃঙ্গের উদ্দেশে, যেটা হ্রদের আরেকপাশে এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম সামনে। সেখান থেকে শৃঙ্গ পৌঁছনো একটু শক্ত রাস্তা ছিল, সাথে রাস্তাটা অনেকটা জটিল ছিল। নিজের ব্যালান্স রাখা খুব প্রয়োজনীয় ছিল সেই পথে। আমি চড়তে চড়তে একটি ভয় পেয়েছিলাম, যদিও মার্ভিন আমাকে সাহস জোগাচ্ছিলো। মাঝে কিছু স্নো পেরিয়ে উঠে পড়লাম Araguels শৃঙ্গে। এবার যেন পুরো পিরিনেস দেখতে পাচ্ছিলাম , একের পর এক শৃঙ্গ। পাশেই দেখলাম Aneto, Maladeta । কিছুক্ষন সেই দৃশ্য দেখার পর নিচে নামতে শুরু করলাম, ফেরার রাস্তাও শক্ত। কিন্তু, আমরা এখন অর্ধেক রাস্তা শেষ করে দিয়েছি। তখন দুপুর ২টো বেজে গেছে , আর মার্ভিন আমাকে তাড়া মারতে আরম্ভ করল। কারণ যদি তাড়াতাড়ি না ফিরি তাহলে বার্সেলোনা ফিরলে মাঝরাত হয়ে যাবে, পরের দিন আবার অফিস আছে। যদিও অবশেষে তাড়াতাড়ি করে গাড়ির কাছে ফিরলাম, মাঝে রাস্তায় একবার দুপুরে খাবার (পাউরুটি সাথে টুনা) সারা হয়ে গেছে। আমার জন্য খুবই ভালো অভিজ্ঞতা, আর এই গল্পের পাঠকের উদ্দেশে বলবো আরও প্রকৃতি ঘুরে আসুন।

My India Experience

MANUEL G. MARCIANI

"What are your expectations?" Supriyo asked me several times before my trip to his hometown in West Bengal. At the time, I genuinely did not know how to respond. Neither did I understand what the point of the question was. One time I even answered with "Slum Dog Millionare," referencing the award-winning movie by Danny Boyle. It basically summarized my knowledge about India up until that point, which included: crowded cities, filth, temples, and dancing sequences.

Alas! It was nowhere near to what I saw during my actual three-week trip. And I would never have been able to know without truly experiencing it firsthand. The sheer hospitality of people was remarkable. "Please, sit," instructed gently a smiling old lady, as she pointed to the plastic stool she brought for us whilst we waited for a chicken wrap at her roadside food cart in Visakhapatnam. "We are just arriving from a 13-hour train trip. We have been sitting for many hours," we tried to reason with her, but she smiled back, retaining her stance. "Sit." As we sat defeated, she smirked and went back to cutting her onions.

The other aspect that intrigued me was how Indians rely heavily on each other. Our trip was somewhat semi-organized. We tended to have a vague idea of where we wanted to go, and the details were figured out on the fly. "Let me call my friend," Supriyo would say.

Mogra, West Bengal: Three young boys fishing in a pond. They were so happy when we brought a printed photo to their home. P.C.: Stamen

Araku Valley: A very beautiful interaction between a mother and her kid while selling vegetables

And thus Supriyo's friend's cousin came along with three others, one also having a car, to show us around Gudlur and its vicinity.

My trip also exemplified how heterogeneous the Indian society is and how this is so inherent to Indians. "The only thing I know how to say in Telugu is 'Telugu rādhu,'" remarked Supriyo as he translated it to mean "I do not speak Telugu," Telugu being one of the languages spoken in a region called Andhra Pradesh, which also happens to be a region different from his own home. "Yeah, we really cannot understand each other," he would continue & laugh it off as I stood baffled. In this short three-week journey, I already learned about the existence of six entirely different languages: Bengali, Hindi, Odiya, Telugu, Kannada, and Malayalam. And this diversity does not stop with the languages. Across all of India, there are also many different religions. Some of them were familiar to me, but I got introduced to entirely new ones also, like the religion of Jainism. I also got to admire the colorful Hindu temples, the intricately designed mosques, and the beautiful Christian churches, all completely architecturally different, yet close to each other. These religions mingled so naturally with each other. "Yeah, once my grandma started praying for Jesus," giggled Supriyo to my perplexity. Despite the contrasting nature of the languages, religion, and culture, India still seems to find a way to coexist. We, in Europe, could definitely learn this art.

To Supriyo's question, now I would say, “I expect the people to be as amicable & understanding as they were the last time.”

The tragic hard worker

TAMOJIT KUMAR MANNA (RISHI)

I am sure once in your lifetime you must have been called a "গাধা"(donkey) by
your near and dear ones or relatives, when you have made stupid mistakes or were just being silly. Although, have you ever wondered why you were called a donkey not any other animal, what did this poor animal do to get blamed for your stupidity? Furthermore, this poor animal is not only blamed and made fun of in Indian cultures, but the picture is also the same in western cultures. I would even say the western people have stepped up a bit further, as they literally used to call the donkey an ass. We all know what that means in other terms, don't we.

I assume you have all heard of the famous Shakespearean comedic play: "A Midsummer Night's Dream" amusingly enough the most comedic act in this play is when a lowly character's (Bottom) head gets turned into an ass. Now, if the whole universe made you the symbol of stupidity, you would get mad.

However, we don't get this swarm of hatred and anger, because it doesn't understand our language. We continue to put the same old label on it because we don't realize the donkey's language. Therefore, this mistreatment is a result of misunderstanding and the common human error of "judging a book by its cover." On the contrary, research shows that donkeys are highly intelligent animals, having an intelligence level as good as dogs or dolphins.

One such intelligent donkey was Fanny; she was a donkey under a milk business owner. She was trained in such a way that she was able to deliver milk to people's houses without any supervision. So, she was given the badge of the most clever donkey in the town. She even got interviewed by BBC: BBC Archive 1976: Fanny - the world's smartest donkey - BBC. Thus, donkeys are the true tragic hardworkers, with no appreciation.

To clear this generational misunderstanding, go to : The smartness of a donkey, Or just search, are donkeys really smart? (on Google)

by Tanwi Manna

নোনা জলের বুকে একটি সকাল

সুনন্দা গাঙ্গুলি

অবশেষে কর্তাকে নিয়ে মুম্বাই পাড়ি দিলাম – গন্তব্য ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র মরিশাস। আমার জীবনে এই প্রথম বিদেশ যাত্রা।

১৯শে আগষ্ট রাত ৩-১৫ মিনিটে ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আমাদের মরিশাস এয়ারলাইনসের বিমান রওয়ানা দিল। সাড়ে পাঁচ ঘন্টার উড়ান – গন্তব্যস্থান পোর্ট লুইস – দূরত্ব ৪৬৮১ কি.মি.। ভারতমহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে বিমান। ক্রমে ক্রমে বিষুবরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবেশ করল। ছোটবেলার ভূগোল বই পড়ার কথা মনে এল। স্থানীয় সময় সকাল ৭-২৫ মিঃ নাগাদ বিমান পোর্ট লুইসের মাটি ছুঁল। ভারতীয় সময় তখন সকাল ৮-৫০ মিঃ। বিমানবন্দরের নাম শিউসাগর রামগুলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ইনি ছিলেন স্বাধীন মরিশাসের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। দেশটি খুবই ছোট। মরিশাসে আমরা বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি। তারই একটির কথা আজ বলব।

২৮শে আগষ্ট, রবিবার – ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়া হল – গন্তব্য পশ্চিম মরিশাসের Tamarind সৈকতে। আজ আমাদের স্পীড বোটে চড়ে সমুদ্রে ডলফিন ও তিমি দর্শনের প্রোগ্রাম। বীচে পৌঁছে দেখি সমুদ্র কি শান্ত - ছোট ছোট ঢেউ, ধীরে ধীরে এসে এলিয়ে পড়ছে তীরে। শুনলাম মরিশাসের চারিদিকে প্রবাল প্রাচীরের ঘেরাটোপ থাকার জন্য সমুদ্র এখানে হ্রদের মতন শান্ত এবং কোন সুনামিরও ভয় নেই। প্রবালের ঘেরাটোপের বাইরে গেলে অবশ্য ভারত মহাসাগরের প্রকৃত উত্তাল রূপ দেখা যায়। ভোরের আকাশে কালো কালো মেঘের আনাগোনা। তারই ফাঁক ফোকোর দিয়ে দিবাকর তাঁর রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছেন। একটু পরেই স্পীড বোটে ওঠার ডাক এল। জুতো খুলে প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুর ওপরে জল ভেঙ্গে দোদুল্যমান স্পীড বোটে ওঠা হল। ঠিক সাড় ছটায় বোট ছাড়ল। প্রথমে আস্তে, তারপর ক্রমশঃ গতি বাড়িয়ে দুপাশে জলের ফোয়ারা ছিটিয়ে লাফাতে লাফাতে তীরবেগে চলল। মাঝেমাঝেই জল ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে। প্রাণপনে হাতল আঁকড়ে সীটে বসে থাকাই দায় হল। মনে হচ্ছিল যেন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছি। সে এক অদ্ভুত রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা।এরই মধ্যে উদীয়মান সূর্যের রশ্মি মেঘের ফাঁক দিয়ে জলে এসে পড়েছে। সে এক অপার্থিব দৃশ্য। তীর থেকে বেশ কিছুটা এসেছি, বোটের গতি কমে গেল। চালক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক ঝাঁক ডলফিনের দিকে। আমাদের বোটের কাছ ঘেঁষে অনেকগুলো Bottle Nosed Dolphin সাঁতরে চলেছে দুলকি চালে জলে ডোবা-ওঠা করতে করতে। মাঝেমাঝে ডলফিনের দল এত কাছে চলে আসছে যে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। তাদের কোন হেলদোল নেই। মুগ্ধ হয়ে তাদের জলকেলি দেখছি। আরও অনেক স্পীড বোট, ছোটো ছোটো স্টীমার পর্যটক নিয়ে ঘুরছে। আমাদের চালক কাম গাইড ওয়াকিটকির মাধ্যমে ওই সব বোটের চালকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। হঠাৎই তিনি চীৎকার করে উঠলেন এবং বোটের মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে বোট ছুটিয়ে দিলেন। হতভম্ব হয়ে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দূরে চোখের সামনে একটা তিমির কালো পিঠ ভুস করে ভেসে উঠল, শব্দ করে ফোয়ারার মতন জল স্প্রে হল। কি বিশাল দেহ! আকাশে কালো মেঘ, জলে তার প্রতিফলন আর তারই মাঝে দৈত্যাকার কালো তিমি!!! শরীরে শিহরণ দিচ্ছে, ভয় হচ্ছে এই টুকু একটা পলকা স্পীড বোটের এত কাছে তিমি! ভুস করে ভেসে উঠছে, কিছুটা গিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে, মস্ত বড় লেজখানা আকাশের দিকে উঠে গিয়ে জলের নীচে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার কিছু দূরে গিয়ে একই ভাবে ভেসে ওঠা আর ডোবা। কখনও কাছে আসছে, কখনও দূরে চলে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এভাবে এত কাছ থেকে তিমি দর্শন হবে।

এই তিমি গুলোর নাম Humpback Whale। পূর্ণবয়স্ক এই প্রজাতি লম্বায় ৪০ থেকে ৬০ ফুট, ওজন প্রায় ৪০ টন হয়। বছরের এই সময়েই এরা এখানে আসে। আমাদের চালক বহু ক্ষন ধরে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো তিমি দেখালেন। কোথাও একটি একলা, কোথাও দুটি পাশাপাশি, কোথাও বা মা আর তার শিশু, মায়ের কোল ঘেঁষে সাঁতার দিচ্ছে। আশেপাশে আরও অনেক বোট জড়ো হয়েছে। সেগুলো থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যুৎসাহী ও দুঃসাহসী কেউ কেউ ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে পড়ছে স্কুবা-ডাইভ করে তিমির গায়ে গিয়ে পড়বে। তাদের সাহস ও ইচ্ছাকে দূর থেকে কুর্নিশ জানাই। আমরা সবাই তটস্থ, এদিক থেকে ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখছি। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ঝকঝকে রূপোলি মাছগুলো ঝাঁক বেঁধে জল থেকে লাফিয়ে উঠে কিছু দূর পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে আবার

জলে ঢুকে পড়ছে। এই জলে পড়ছে আবার উড়ে যাচ্ছে। কতদূর চলে যাচ্ছে লাফ দিয়ে উড়তে উড়তে - তাকিয়ে দেখার মতন। বোট নিয়ে ভেসে চলেছি। তিমিগুলো একটু দূরে সরে গেছে। এমন সময় বোটের দুই দিকে শুরু হল দলে দলে Spinner Dolphin এর দাপাদাপি। ডলফিনদের মধ্যে এরা খুব ক্ষিপ্রগতির ও চনমনে। বোটের নীচ দিয়ে, পাশ দিয়ে তীরবেগে সাঁতরে চলে যাচ্ছে, ফিরে আসছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, জলের নীচে শরীর মুচড়ে পাক দিচ্ছে। তাদের গাঢ় ধুসর পিঠ আর হাল্কা হলুদ পেট স্বচ্ছ নীল জলের মধ্যে ঝলক দিচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ খেলা দেখিয়ে কোথায় চলে গেল।

এতক্ষনের কালো আকাশের এক অংশ পরিষ্কার হয়ে ঝকঝকে নীল আকাশ বেরিয়ে এসেছে আর বাকী মেঘাচ্ছন্ন আকাশ জুড়ে এক বিশাল ও উজ্জ্বল রামধনু। সৃষ্টিকর্তার আপন খেয়ালে তৈরী প্রকৃতির এই অসামান্য রূপ লাবণ্য আর মাধুর্য আমি দুচোখ ভরে দেখছি।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল নটা। ভারত মহাসাগরের বুকে আমাদের তিমি দর্শনের জন্য বরাদ্দ ছিল দেড় ঘন্টা। তার জায়গায় প্রায় আড়াই ঘন্টা এই প্রভাতফেরী উপভোগ করলাম। বোট এবার ফিরে চলল Tamarind সৈকতের উদ্দেশ্যে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সামনে সামনে উড়ে চলেছে গোটা তিনেক Red Tailed Tropic bird – দুধসাদা পাখীর বিশাল দুই ডানা আর লম্বা ল্যাজ, তাতে লাল রঙের বাহার। অসাধারণ দেখতে – এর ছবি মরিশাস এয়ারলাইনসের প্রতীক চিহ্ন। অবশেষে আমাদের বোট ফিরে এল তীরে। আবার জল ভেঙ্গে পাড়ে উঠলাম। তীরে দাঁড়িয়ে জল রাশির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ধাতস্থ হচ্ছি। আকাশের কালো মেঘ সরে গিয়ে চারিদিক ঝকঝক করছে। রোদের আলো বীচের ধারে ধারে গাছের পাতায় লুকোচুরি খেলছে। বিভিন্ন রঙ্গিন পাখী ওড়াউড়ি করছে খাবারের সন্ধানে। সকাল থেকে আমাদেরও কিছু খাওয়া হয়নি। উত্তেজনা কমে এলে পেটে প্রবল খিদের টান অনুভব করলাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম প্রাতরাশের সন্ধানে। কিন্তু ঘোরের মধ্যে ভেবে চলেছি আজ সকালে নোনা জলের বুকে আমার বিরল অভিজ্ঞতার কথা – তারই অনুরণন সমানে চলেছে মনের ভিতরে।

Mutton Gora Kalia - Recipe

Surashree

একটা হাঁড়িতে ২ টেবিলচামচ ঘি গরম করো।

তারপর এতে ২ টুকরো দারচিনি, ৩–৪টা এলাচ, ৪–৫টা লবঙ্গ আর ১০–১২টা গোল মরিচ দিয়ে এক মিনিট নেড়ে ভাজো। এবার পাতলা করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে তিন মিনিট ভাজো, যতক্ষণ না সোনালি রঙ হয়।

তারপর ১ টেবিলচামচ আদা বাটা দিয়ে আরেক মিনিট নেড়ে ভাজো। এখন মাটন আর ১ টেবিলচামচ লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে ৫–১০ মিনিট ভাজো, যতক্ষণ না মাংস হালকা বাদামি হয়। এরপর ২ টেবিলচামচ ধনে গুঁড়ো আর ২ টেবিলচামচ মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মশলা কষাও, প্রায় ২ মিনিট। ১ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রাখো, যতক্ষণ না তেল উপরে উঠে আসে।

মাটন আর গ্রেভিটা প্রেসার কুকারে দিয়ে দাও। এর মধ্যে ১ কাপ জাফরান দুধ আর ১ কাপ গরম জল যোগ করো। ৩–৪টা সিটি বা ১৫–২০ মিনিট রান্না করো, যতক্ষণ না মাংস নরম হয়ে যায়।

শেষ ধাপে: একটা নতুন হাঁড়িতে ১ টেবিলচামচ ঘি গরম করো। এর মধ্যে প্রেসার কুকারে রান্না করা মাটন ঢেলে দাও। তারপর ½ কাপ ফ্রেশ ক্রিম, ৩ টেবিলচামচ বাদাম/কাজু বাটা, ১ চিমটি স্টেভিয়া (বা সামান্য চিনি) আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দাও। কম আঁচে রান্না করো যতক্ষণ না ঘি উপরে উঠে আসে আর কারির গঠন মসৃণ আর ঘন হয়ে যায়।

ক্ষণিক মিলন

- Subhamoy

সুদূর হতে আসিতেছিনু গাঁয়ের এ পথ ধরি,
তপ্ত খর ক্লান্ত দেহে, পথ দিতেছি পাড়ি।

আকাশ জুড়ে দারুণ অরুণ, প্রবল তাহার রোষে,
বাঁধিতেছিল চিত্ত-তনু, অমোঘ শ্রান্তি-পাশে।

থাকিতে নারি, যে-দিকে পারি, খুঁজিয়া ফিরি নীর,
হঠাৎ চোখে ঠেকিল—আহা! শান্ত পুকুর ধীর।

ছুটিয়া গিয়া তাহার পাড়ে, সেবিয়া বারি কণ্ঠ ভরে,
আঁজলায় লয়ে তাহার পরে, ভিজাই দেহ-শির।

শান্ত হয়ে চাহিয়া দেখি—এ কোন বেশে সাজি!
নয়নজলি আয়নাসম, রূপ ধরেছে মনোরমো,
তাহার উপর বিম্বিতেছে আকাশ-বৃক্ষরাজি।

এমন রূপে প্রকৃতিরে, আর কি কভু দেখেছি নীরে?
উদ্দীপিত আমার পরান, জিজ্ঞাসিল আজি।

ক্ষণকাল দূরে, খর প্রকৃতিরে, পাড়িলাম শত গাল,
তারই প্রেমরসে মজিলাম শেষে—এই ছিল মোর ভাল?

হাসিলাম শেষে, আবেগেতে ভেসে, না জানি এ কোন ছলে,
তোমায়-আমায় মিলন হলো পুষ্করিণীর জলে।

বার্সেলোনার প্রবাসী ভূত

CLAUDE AI & SUBHADIP

এই গল্পটি একটি এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দ্বারা রচিত। লেখক "রাত্রিকল্প" আসলে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যে শুধু বাঙালি ভূতের গল্প লিখতে জানে, চা বানাতে জানে না। যদি গল্পটি আপনার পছন্দ না হয়, দয়া করে আপনার স্থানীয় এআই সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করুন। কারণ, ইনিও মানুষের মতো ভুল করলে, দায় নেয় না! 😉

—

বার্সেলোনার প্রবাসী ভূত

বার্সেলোনায় এসে চার মাস হয়ে গেল, কিন্তু এখনো মনে হয় যে আমি কোনো এলিয়েন প্ল্যানেটে এসে পড়েছি। সব কিছু এতো ডিফারেন্ট - ভাষা, মানুষ, খাবার, সবকিছু। ক্লাস ইলেভেনে পড়ছি এখন লোকাল স্কুলে, আর প্রতিদিন স্ট্রাগল করছি স্প্যানিশ শিখতে। বাবার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ট্রান্সফার হওয়ার পর আমরা এসেছি, তবে সত্যি কথা বলতে - আমি এখনো অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।

মা রোজ মার্কেট থেকে ফিরে এসে বলবেন, "আরে, এখানে মাছের বাজার নেই, ডাল-ভাত ঠিক মতো কিনতে পারি না।" বাবা অপটিমিস্টিক থাকার চেষ্টা করেন কিন্তু উনিও জানেন যে আমাদের সবার জন্য এই ট্রানজিশনটা কতটা টাফ।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটা আইক্সাম্পেল ডিস্ট্রিক্টে, একটা পুরানো বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে। ছোট কিন্তু ভালো, কিন্তু একটা ব্যাপার - রাতে এতো চিৎকার আওয়াজ হয় যে প্রথম কয়েকটা দিন ঘুমোতে পাই নি। বিল্ডিংয়ের দেওয়ালগুলো পুরানো, তাই ভেবেছিলাম যে নেবারিং অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আওয়াজ আসছে।

স্লি ধীরে ধীরে রিয়ালাইজ করলাম - এই আওয়াজগুলো কেবল আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই আসছে।

প্রথমবার ক্লিয়ারলি কিছু শুনলাম দু'সপ্তাহ আগে। রাতে প্রায় দুইটে বাজছে, আমি ম্যাথের হোমওয়ার্ক করছি, হঠাৎ মনে হলো যে কেউ করিডোরে হেঁটে হেঁটে আসছে। ধুক ধুক ধুক ধুক - কিন্তু একদম স্লো মোশনে, যেন কেউ ডেলিবারেটলি কোয়াইট হতে চেয়েছে। আমি হেডফোনস খুলে শুনতে লাগলাম - সবকিছু চুপ।

পরের দিন বাবাকে বললাম। উনি হেসে বললেন, "নতুন জায়গায় এসে ইমাজিনেশন বেড়ে গেছে। কয়েকদিন পর ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু ঠিক হলো না। উল্টে দিন দিন সিচুয়েশনটা উইয়ার্ড হয়ে উঠছিল।

একদিন রাতে আমি ওয়াশরুম থেকে ফিরছি, হঠাৎ দেখলাম যে কিচেনের লাইট জ্বলে আছে। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে গেছে এজেস অ্যাগো। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম - কেউ নেই কিচেনে, কিন্তু গ্যাসের চুলা জ্বলছে! আমি অফ করে দিলাম আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজে নিজেকে কনভিন্স করলাম যে মেবি মা খাবার গরম করতে ভুলে রেখে গেছেন।

কিন্তু মা নেক্সট মর্নিং সোয়ার করলেন যে উনি কিচেনে যান-ই নি রাতে।

তারপর থেকে রোজ রোজ কিছু না কিছু হতে লাগলো। বাথরুমের ট্যাপ নিজেই খুলে যেতো। আমার রুমের উইন্ডো হঠাৎ খুলে যেতো যখন কোনো উইন্ড-ই নেই। করিডোরে সামটাইমস শ্যাডো দেখেছি যে মুভ করছে, কিন্তু লাইট অন করলে কিছুই নেই।

আমি টোটালি ফ্রিকড আউট হয়ে গেছিলাম। স্কুলে কনসেনট্রেট করতে পারছি না, ফ্রেন্ডস বানাতে পারছি না - কারণ আমি কনটিনিউয়াসলি নার্ভাস থাকি যে বাড়ি ফিরে গেলে কী দেখব।

এক রাতে, কারেজ গ্যাদার করে ঠিক করলাম যে আই নিড টু কনফ্রন্ট হোয়াটএভার দিস ইজ। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে, আমি কিচেনে গেলাম এক গ্লাস পানি খেতে। হঠাৎ ক্লিয়ারলি শুনলাম - কেউ হামিং করছে। একটা মেয়েলি আওয়াজ, খুব সফট, কিন্তু ডিস্টিনক্ট। টিউনটা অযাইরা লাগে না - যেন কোনো ফ্যামিলিয়ার গান, কিন্তু একজ্যাক্টলি কি গান তা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। হামিংটা আসছে বাথরুম থেকে।

হাত পা কাঁপছে, কিন্তু কিউরিওসিটি বেশি স্ট্রং। আমি ধীরে ধীরে বাথরুমের কাছে গেলাম। ডোরটা স্লাইটলি ওপেন, কিন্তু অন্ধকার। হামিংটা কনটিনিউ হয়েছে।

"ক-কে আছেন ওখানে?" আমি স্টাটার করে বললাম।

হঠাৎ সব চুপ।

টোটাল সাইলেন্স। এমন সাইলেন্স যে আমি আমার নিজের হার্টবিট শুনতে পাচ্ছি।

আমি রান করে নিজের রুমে গিয়ে দরজা লক করে শুয়ে পড়লাম। সারা রাত ঘুমোতে পারি নি।

নেক্সট ফিউ ডেজ ট্রাই করলাম ইগনোর করতে, কিন্তু এভরি নাইট কিছু না কিছু হতো। আর সেই হামিং... মনে হয়েছিল যে কেউ ডেলিবারেটলি আমাকে অ্যাট্র্যাক্ট করার চেষ্টা করছে।

ফাইনালি এক রাতে, হিম্মত করে ডাইরেক্টলি আস্ক করলাম: "তুমি কে? কেন আমাদের ডিসটার্ব করছো?"

কয়েকটা সেকেন্ড ওয়েট করলাম। তারপর, খুব ধীরে ধীরে, যেন উইন্ডের মধ্যে, একটা আওয়াজ: "আমি... অনন্যা..."

আমার হোল বডিতে গুজ বাম্পস। "অনন্যা কে?"

"আমি... এই বাড়িতে... থাকতাম..."

আওয়াজটা এতো সফট যে মনে হয়েছিল যে আমি ইমাজিন করছি। কিন্তু না - ডিস্টিনক্টলি শুনতে পাচ্ছি।

"কোথায় আছো তুমি এখন?" আমি হুইসপারে জিজ্ঞেস করলাম।

"এখানে... সবসময়... এখানে..."

নেক্সট ফিউ নাইটস আমি রেগুলারলি কথা বলা শুরু করলাম অনন্যার সাথে। গ্র্যাজুয়ালি জানতে পারলাম যে ও আগে এই অ্যাপার্টমেন্টেই ফ্যামিলির সাথে থাকতো। ওদের ফ্যামিলি বার্সেলোনায় এসে সেটল করতে চেয়েছিল, কিন্তু একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে...

"আমি তিন বছর আগে মারা গেছি," ও বলল এক রাতে। "কিন্তু... বুঝতে পারি না যে কেন চলে যেতে পারছি না।"

স্ট্রেঞ্জ কথা হলো, গ্র্যাজুয়ালি আমি ভয় পাব না। অনন্যার আওয়াজটা খুব সুইট, আর ও যেন আমার বয়সের-ই কোনো মেয়ে - আমাকেই টিনএজ প্রব্লেম নিয়ে কথা বলতো। স্কুলের কথা, ফ্রেন্ডস না থাকার কথা,

বার্সেলোনার প্রবাসী ভূত

CLAUDE AI & SUBHADIP

এই গল্পটি একটি এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দ্বারা রচিত। লেখক "রাত্রিকল্প" আসলে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যে শুধু বাঙালি ভূতের গল্প লিখতে জানে, চা বানাতে জানে না। যদি গল্পটি আপনার পছন্দ না হয়, দয়া করে আপনার স্থানীয় এআই সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করুন। কারণ, ইনিও মানুষের মতো ভুল করলে, দায় নেয় না! 😉

—

বার্সেলোনার প্রবাসী ভূত

বার্সেলোনায় এসে চার মাস হয়ে গেল, কিন্তু এখনো মনে হয় যে আমি কোনো এলিয়েন প্ল্যানেটে এসে পড়েছি। সব কিছু এতো ডিফারেন্ট - ভাষা, মানুষ, খাবার, সবকিছু। ক্লাস ইলেভেনে পড়ছি এখন লোকাল স্কুলে, আর প্রতিদিন স্ট্রাগল করছি স্প্যানিশ শিখতে। বাবার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ট্রান্সফার হওয়ার পর আমরা এসেছি, তবে সত্যি কথা বলতে - আমি এখনো অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।

মা রোজ মার্কেট থেকে ফিরে এসে বলবেন, "আরে, এখানে মাছের বাজার নেই, ডাল-ভাত ঠিক মতো কিনতে পারি না।" বাবা অপটিমিস্টিক থাকার চেষ্টা করেন কিন্তু উনিও জানেন যে আমাদের সবার জন্য এই ট্রানজিশনটা কতটা টাফ।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটা আইক্সাম্প্লে ডিস্ট্রিক্টে, একটা পুরানো বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে। ছোট কিন্তু ভালো, কিন্তু একটা ব্যাপার - রাতে এতো চিৎকার আওয়াজ হয় যে প্রথম কয়েকটা দিন ঘুমোতে পাই নি। বিল্ডিংয়ের দেওয়ালগুলো পুরানো, তাই ভেবেছিলাম যে নেবারিং অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আওয়াজ আসছে।

িন্তু ধীরে ধীরে রিয়ালাইজ করলাম - এই আওয়াজগুলো কেবল আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই আসছে।

প্রথমবার ক্লিয়ারলি কিছু শুনলাম দু'সপ্তাহ আগে। রাতে প্রায় দুইটে বাজছে, আমি ম্যাথের হোমওয়ার্ক করছি, হঠাৎ মনে হলো যে কেউ করিডোরে হেঁটে হেঁটে আসছে। ধুক ধুক ধুক ধুক - কিন্তু একদম স্লো মোশনে, যেন কেউ ডেলিবারেটলি কোয়াইট হতে চেয়েছে। আমি হেডফোনস খুলে শুনতে লাগলাম - সবকিছু চুপ।

পরের দিন বাবাকে বললাম। উনি হেসে বললেন, "নতুন জায়গায় এসে ইমাজিনেশন বেড়ে গেছে। কয়েকদিন পর ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু ঠিক হলো না। উল্টে দিন দিন সিচুয়েশনটা উইয়ার্ড হয়ে উঠছিল।

একদিন রাতে আমি ওয়াশরুম থেকে ফিরছি, হঠাৎ দেখলাম যে কিচেনের লাইট জ্বলে আছে। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে গেছে এজেস অ্যাগো। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম - কেউ নেই কিচেনে, কিন্তু গ্যাসের চুলা জ্বলছে! আমি অফ করে দিলাম আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজে নিজেকে কনভিন্স করলাম যে মেবি মা খাবার গরম করতে ভুলে রেখে গেছেন।

কিন্তু মা নেক্সট মর্নিং সোয়ার করলেন যে উনি কিচেনে যান-ই নি রাতে।

তারপর থেকে রোজ রোজ কিছু না কিছু হতে লাগলো। বাথরুমের ট্যাপ নিজেই খুলে যেতো। আমার রুমের উইন্ডো হঠাৎ খুলে যেতো যখন কোনো উইন্ড-ই নেই। করিডোরে সামটাইমস শ্যাডো দেখেছি যে মুভ করছে, কিন্তু লাইট অন করলে কিছুই নেই।

আমি টোটালি ফ্রিকড আউট হয়ে গেছিলাম। স্কুলে কনসেনট্রেট করতে পারছি না, ফ্রেন্ডস বানাতে পারছি না - কারণ আমি কনটিনিউয়াসলি নার্ভাস থাকি যে বাড়ি ফিরে গেলে কী দেখব।

এক রাতে, কারেজ গ্যাদার করে ঠিক করলাম যে আই নিড টু কনফ্রন্ট হোয়াটএভার দিস ইজ। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে, আমি কিচেনে গেলাম এক গ্লাস পানি খেতে। হঠাৎ ক্লিয়ারলি শুনলাম - কেউ হামিং করছে। একটা মেয়েলি আওয়াজ, খুব সফট, কিন্তু ডিস্টিনক্ট। টিউনটা অযাইরা লাগে না - যেন কোনো ফ্যামিলিয়ার গান, কিন্তু একজ্যাক্টলি কি গান তা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না।

হামিংটা আসছে বাথরুম থেকে।

হাত পা কাঁপছে, কিন্তু কিউরিওসিটি বেশি স্ট্রং। আমি ধীরে ধীরে বাথরুমের কাছে গেলাম। ডোরটা স্লাইটলি ওপেন, কিন্তু অন্ধকার। হামিংটা কনটিনিউ হয়েছে।

"ক-কে আছেন ওখানে?" আমি স্টাটার করে বললাম।

হঠাৎ সব চুপ।

টোটাল সাইলেন্স। এমন সাইলেন্স যে আমি আমার নিজের হার্টবিট শুনতে পাচ্ছি।

আমি রান করে নিজের রুমে গিয়ে দরজা লক করে শুয়ে পড়লাম। সারা রাত ঘুমোতে পারি নি।

নেক্সট ফিউ ডেজ ট্রাই করলাম ইগনোর করতে, কিন্তু এভরি নাইট কিছু না কিছু হতো। আর সেই হামিং... মনে হয়েছিল যে কেউ ডেলিবারেটলি আমাকে অ্যাট্র্যাক্ট করার চেষ্টা করছে।

ফাইনালি এক রাতে, হিম্মত করে ডাইরেক্টলি আস্ক করলাম: "তুমি কে? কেন আমাদের ডিসটার্ব করছো?"

কয়েকটা সেকেন্ড ওয়েট করলাম। তারপর, খুব ধীরে ধীরে, যেন উইন্ডের মধ্যে, একটা আওয়াজ: "আমি... অনন্যা..."

আমার হোল বডিতে গুজ বাম্পস। "অনন্যা কে?"

"আমি... এই বাড়িতে... থাকতাম..."

আওয়াজটা এতো সফট যে মনে হয়েছিল যে আমি ইমাজিন করছি। কিন্তু না - ডিস্টিনক্টলি শুনতে পাচ্ছি।

"কোথায় আছো তুমি এখন?" আমি হুইসপারে জিজ্ঞেস করলাম।

"এখানে... সবসময়... এখানে..."

নেক্সট ফিউ নাইটস আমি রেগুলারলি কথা বলা শুরু করলাম অনন্যার সাথে। গ্র্যাজুয়ালি জানতে পারলাম যে ও আগে এই অ্যাপার্টমেন্টেই ফ্যামিলির সাথে থাকতো। ওদের ফ্যামিলি বার্সেলোনায় এসে সেটল করতে চেয়েছিল, কিন্তু একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে...

"আমি তিন বছর আগে মারা গেছি," ও বলল এক রাতে। "কিন্তু... বুঝতে পারি না যে কেন চলে যেতে পারছি না।"

স্ট্রেঞ্জ কথা হলো, গ্র্যাজুয়ালি আমি ভয় পাব না। অনন্যার আওয়াজটা খুব সুইট, আর ও যেন আমার বয়সের-ই কোনো মেয়ে - আমাকেই টিনএজ প্রব্লেম নিয়ে কথা বলতো। স্কুলের কথা, ফ্রেন্ডস না থাকার কথা, বার্সেলোনায় অ্যাডজাস্ট করতে না পারার কথা।

PHOTOGRAPHS

এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই

মুখোশের আড়ালে !!!

A bookseller is waiting in his stall in College Street. You have to visit the grand book market in Kolkata

তুমিও হেঁটে দেখো, ভোরের কলকাতা... © Saby

Suraj ki bahon mein, Ab Hain ye Zindagi ©Vaishali

Castells (like Dahi handi in India) by Castellers de Barcelona. This is very much about Catalan culture. Every year, some groups from India come to Spain to make human towers and vice versa. @Shroddha

Poseidon's Gift @Tanwi

With sincere thanks to our sponsors

Executive sponsors

yuptel

Rustomjee

VoIP TECH

Other sponsors

NIPPON GLOBAL

ORBISLINKS
GLOBAL MAIL COMMUNITY

GFT

Veg World India

CHAIN OPTIMA SOLUTIONS

ANOTHER BARCELONA
escac & Aditya Bhattacharya

Founding support

Bembì
modern indian culinary experience

NUPURA

Gratefully acknowledge the generous support

- Saurabh Gurnurkar & family
- Anuradha Mitra Ghemawat & family
- Sammat Cheekoti and Atisha Mathur
- Maria Concepcion Domenech Roig, Minakshi Gupta & Alex Palau Domenech
- All generous donors
- Valid World Hall, Barcelona
- Federació d'Entitats Calàbria 66
- Durga Puja 2025 core working committee, sub-committees and support from BCA members

Riyaan Roy